কালিমায়ে তায়্যিবার দাবী



গাজী আতাউর রহমান

কালিমায়ে তায়্যিবার দাবী



গাজী আতাউর রহমান



আই. এস. সি. এ. পাবলিকেশন্স

প্রকাশনায় :
আই. এস.সি.এ পাবলিকেশন্স
৫৫/বি, পুরানা পল্টন (৩য় তলা)
ঢাকা-১০০০। ফোন : ০২ ৯৫৫৭১৩১
ওয়েব : www.iscabd.org

প্রকাশ কাল :
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৯৯
দ্বিতীয় প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০০
তৃতীয় প্রকাশ : অক্টোবর ২০০১
চতুর্থ প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৩
পঞ্চম প্রকাশ : জুলাই ২০০৪
ষষ্ঠ প্রকাশ : জুন ২০০৮
পরিমার্জিত সপ্তম প্রকাশ : জুলাই ২০১০
অষ্টম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৬

নির্ধারিত মূল্য : সাত টাকা মাত্র

KALIMAYE TAYEEBER DABEE by
By- Gazi Ataur Rahman
Published by I.S.C.A Publications
55/B Purana Paltan (2nd Floor), Dhaka-1000
Fixed Price - Taka 7.00 Only

লেখকের কথা

‘কালিমায়ে তায়্যিবাহ’ নামক পবিত্র শব্দটি একজন মুসলমানের প্রাণের স্পন্দন। মূলত এ পবিত্র কালিমাটি মুখে পাঠ, অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস এবং তদানুযায়ী কার্যসম্পাদনের মাধ্যমেই একজন মানুষ সত্যিকার অর্থে পূর্ণ ঈমানদার হতে পারে। তবে এর জন্য প্রয়োজন কালিমায়ে তায়্যিবার আবেদন ও মর্মার্থকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারা।

মূলত আজ সমাজে এ পবিত্র কালিমার দাবীকে সঠিকভাবে অনুধাবনে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই সমাজের সর্বস্তরে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাওয়া যায় না। কাজেই পাঠকরা যেন কালিমায়ে তায়্যিবার দাবীকে যথার্থভাবে অনুধাবন করতে পারে সে লক্ষ্যে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

কালিমায়ে তায়্যিবার প্রকৃত দাবীকে উপলব্ধির ক্ষেত্রে বইটি সামান্যতম সহায়ক হলেও নিজের এ প্রচেষ্টাকে স্বার্থক বলে মনে করব।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে কালিমায়ে তায়্যিবার দাবী যথাযথভাবে উপলব্ধি করে সে অনুযায়ী জীবনকে পরিচালিত করার তাওফিক দান করুণ। আমীন।

-গাজী আতাউর রহমান

প্রাসঙ্গিক কথা

কালিমায়ে তায়্যিবা

لَآاِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থ : আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহ্র রাসূল।

এই ছোট্ট বাক্যটিকেই বলা হয় কালিমায়ে তায়্যিবা। যা তাওহীদ ও একত্ববাদের মূলমন্ত্র। এই বাক্যটি পাঠ না করে এবং এর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন না করে কেউ মুসলমান হতে পারে না। শুধু এই কালিমা উচ্চারণ করেই যেমন মুসলমান হওয়া যায় না, তেমনি শুধু এই কালিমাকে বিশ্বাস করে কেউ নিজেকে প্রকৃত মুসলমান দাবি করতে পারবে না। বরং এই কালিমায়ে তায়্যিবার যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করে এর ওপর পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস স্থাপন করে কালিমার চাহিদা অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করলেই প্রকৃত মুসলমান হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করা যাবে।

তাই নিজেকে একজন পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হিসেবে প্রস্তুত করার জন্য সর্বাগ্রে কালিমায়ে তায়্যিবার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে হবে।

তবে এ কথা সত্য, কালিমায়ে তায়্যিবা এমন এক আকর্ষণীয় বাক্য- যার শাব্দিক উচ্চারণের আকর্ষণেও মানুষের অন্তরে এক অভাবনীয় প্রভাব ও পরিবর্তন সৃষ্টি করে। পবিত্র কুরআন না বুঝে তিলাওয়াত

করলেও যেমন অসংখ্য সাওয়াব পাওয়া যায় এবং নিঃসন্দেহে উপকৃত হওয়া যায়, তেমনি কালিমায়ে তায়্যিবা বার বার উচ্চারণের দ্বারাও মানুষের অন্তরে এক প্রশান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এর অন্তর্নিহিত প্রভাবে মানুষ মহান প্রভুর প্রেমে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হতে থাকে। ফলে এমনও দেখা যায় যে, একেবারে মূর্খ ও অজ্ঞ মানুষ, যারা কালিমায়ে তায়্যিবার অনুবাদটুকু ভালভাবে করতে জানে না, শুধু কালিমায়ে তায়্যিবার একনিষ্ঠ জিকিরের বদৌলতে তাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। তারা তাদের সীমিত জ্ঞান দ্বারা নিজের জীবনকে আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের পছন্দনীয় করে গড়ে তোলার জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তাই যারা বলেন এবং জোরেশোরে প্রচার করেন যে, সকাল-বিকাল, রাত-দিন কালিমায়ে তায়্যিবার তাসবীহ্ জপলে এবং জিকির করলে কোন লাভ হবে না, তাদের কথার অসারতা প্রমাণের জন্য এসব বাস্তবদৃষ্টান্তই যথেষ্ট।

এ কথা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে, কালিমায়ে তায়্যিবার তা'লীমের দ্বারা ব্যাপকভাবে ব্যক্তির বাহ্যিক ও আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জিত হচ্ছে। তাই আজ আমাদেরকে এ কথা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে হবে, কালিমার তা'লীমের দ্বারা যদি ব্যক্তির পরিশুদ্ধি ঘটে, তাহলে কালিমার যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করে এর দাবি বাস্তবায়নে সচেষ্ট হলে আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ কেন পরিশুদ্ধ হবে না?

অতএব আমাদেরকে একজন পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হতে হলে ব্যক্তিজীবন থেকে নিয়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র পরিশুদ্ধ করার জন্যে কালিমায়ে তায়্যিবার দাবি কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, সে পথ অনুসন্ধান করতে হবে। যে পদ্ধতিতে এ কাজ সমাধা করা যায়, জীবন দিয়ে হলেও সে পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

কালিমায়ে তায়্যিবার মর্মার্থ

কালিমায়ে তায়্যিবার দু'টি অংশ রয়েছে।
প্রথম অংশটি হল- لَآاِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ

অর্থাৎ, নেই কোন মা'বুদ আল্লাহ্ ছাড়া।
দ্বিতীয় অংশটি হল- مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থাৎ, মুহাম্মদ (স.) আল্লাহ্‌র রাসূল।
এ দু'টি অংশের সামান্য ব্যাখ্যা করলেই আমরা এর মর্মার্থ বুঝতে পারব।

প্রথম অংশের ব্যাখ্যা : প্রথম অংশ হল 'কোন মা'বুদ নেই আল্লাহ্ ছাড়া।' মা'বুদ অর্থ হল উপাস্য অর্থাৎ যার ইবাদত করা হয়। ইবাদত অর্থ গোলামী বা নিরঙ্কুশ আনুগত্য। এককথায় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নিরঙ্কুশ গোলামী ও আনুগত্য করা যাবে না।
কারণ আল্লাহ্ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমাদেরকে মৃত্যু দিবেন। আমাদের জন্য পৃথিবীর সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। আমাদের জীবন পরিচালনার জন্যে জীবনবিধানও দিয়েছেন। আমরা তাঁর নির্দেশ মত জীবন পরিচালনা করলে পরকালে জান্নাত দিয়ে পুরস্কৃত করবেন। আর নাফরমানী করলে জাহান্নামে

নিক্ষেপ করে শাস্তি দেবেন।
তাই একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর উপাসনা করা যাবে না। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করা যাবে না। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছে জীবন ভিক্ষা চাওয়া যাবে না। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ত্রাণকর্তা মানা যাবে না। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুকে জন্মনিয়ন্ত্রক মানা যাবে না। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করা যাবে না। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো পুরস্কারে প্রলোভিত হওয়া যাবে না। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো শাস্তিতে ভীত হওয়া যাবে না। আল্লাহ্র দেওয়া জীবনবিধান ছাড়া অন্যকোন জীবনবিধান মানা যাবে না। আল্লাহ্ প্রদত্ত শাসনতন্ত্র ছাড়া অন্যকোন শাসনতন্ত্র মানা যাবে না।
আল্লাহ্র নির্দেশিত শাসন ছাড়া অন্যকোন শাসন মানা যাবে না। আল্লাহ্প্রদত্ত শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া অন্যকোন শিক্ষাব্যবস্থা মেনে নেওয়া যাবে না। আল্লাহ্র পছন্দনীয় সমাজ ছাড়া অন্যকোন সমাজ ব্যবস্থা বরদাশ্ত করা যাবে না। আল্লাহ্র দেওয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা ছাড়া অন্যকোন রাষ্ট্রব্যবস্থা স্বীকার করে নেওয়া যাবে না।
এর মধ্যে যদি কোন একটি বিষয়েও আল্লাহ্র স্থলে অন্য কাউকে মেনে নেওয়া হয় বা আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে আর কালিমায়ে তায়্যিবার বিশ্বাস স্থাপন করা হবে না। প্রকৃত মুসলমানও হওয়া যাবে না। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ঘোষিত হয়েছে-

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

আর তোমাদের মা‘বুদ একমাত্র মা‘বুদ, তিনি ছাড়া অন্যকোন মা‘বুদ নেই; তিনি মহা করুণাময় ও দয়ালু।

وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَا حِدُ الْقَهَّارُ

"মহা প্রভাবশালী আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই।"
(সূরা সাদ, আয়াত: ৬৫)

اِنَّ اِلٰـهَكُمْ لَوَاحِدٌ

"নিশ্চয়ই তোমাদের মা'বুদ একজন।" (সূরা সাফ্‌ফাত, আয়াত : ৪)

وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اِلٰهٌ وَّا حِدٌ

"এক মা'বুদ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই।" (সূরা মায়েদা, আয়াত : ৭৩)

اَنَّمَااللّٰهُ اِلٰهٌ وَّا حِدٌ

"আল্লাহ্ই একমাত্র মা'বুদ।" (সূরা নিসা, আয়াত : ১৭১)

আল্লাহ্ যে এক এবং একমাত্র মা'বুদ, আনুগত্য এবং গোলামী যে একমাত্র তাঁরই করতে হবে, এ ব্যাপারে আর দীর্ঘ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আল্লাহ্কে শুধু মা'বুদ বলে স্বীকার করলেই যথেষ্ট হবে না, বরং অন্য কারো গোলামী ও আনুগত্যকে সর্বাগ্রে অস্বীকার করতে হবে। কালিমায়ে তায়্যিবা স্পষ্টভাবে এ কথাই ঘোষণা করছে।

ইতিবাচক পন্থায় শুরু না হয়ে কালিমায়ে তায়্যিবা নেতিবাচক ধারায় শুরু হয়ে এ কথা আরো কঠোরভাবে নির্দেশ করছে যে, আগে অর্থাৎ নাই, নাই বলে সব কিছুকেই অস্বীকার করতে হবে। অতঃপর একমাত্র আল্লাহ্র আনুগত্য ও গোলামীকে অন্তরে স্থান দিতে হবে। অন্যকোন বস্তু ও ব্যক্তির গোলামীকে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে কোন দুর্বলতা প্রকাশ করা যাবে না। সবকিছুর শক্তিকে আপসহীনভাবে অস্বীকার করে আল্লাহ্র নিরঙ্কুশ আনুগত্যকে অন্তরে স্থান দিতে হবে

এবং জীবনের সকল কর্মকাণ্ডে তা বাস্তবায়নে আপসহীনভাবে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

আর এ কাজ করতে গেলে দু'টি শক্তির সাথে সার্বক্ষণিক জিহাদে অবতীর্ণ হতে হবে। একটি শক্তি হল নফস্, আর অন্যটি হল তাগুত।

এ দু'টি শক্তির সাথে মোকাবেলায় বিজয়ী হতে না পারলে কালিমায়ে তায়্যিবাকে নিজের জীবনে, রাষ্ট্রে ও সমাজে বিজয়ী করা যাবে না। ফলে শয়তান ও খোদাদ্রোহী শক্তি বিজয়ী হয়ে যাবে এবং আমাদেরকে জাহান্নামের পথে নিয়ে যাবে। কেড়ে নিবে দুনিয়ার শান্তি এবং আখেরাতের মুক্তি। নিক্ষিপ্ত করবে আমাদেরকে অশান্তির দাবানলে। মানবতা সর্বত্র শয়তানের খাঁচায় বন্দী হয়ে চরমভাবে দগ্ধ হবে।

তাই কালিমায়ে তাইয়্যিবাকে অন্তরে স্থান দিতে হলে প্রথমে নফসের গোলামী ত্যাগ করতে হবে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা হয়েছে-

اَرَأَيۡتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰـهَهٗ هَوٰهُ اَفَاَنۡتَ تَكُوۡنُ عَلَيۡهِ وَكِيۡلًا

"হে নবী! আপনি কি ভেবে দেখেছেন, যে ব্যক্তি তার নিজের নফ্সকে মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে, তারপরও কি আপনি তার জিম্মাদার হবেন?" (সূরা আল ফোরকান, আয়াত: ৪৩)

فَاِنۡ لَّمۡ يَسۡتَجِيۡبُوۡا لَكَ فَاعۡلَمۡ اَنَّمَا يَتَّبِعُوۡنَ اَهۡوَآءَهُمۡ وَمَنۡ اَضَلُّ مِمَّنِ
اتَّبَعَ هَوٰهُ بِغَيۡرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهۡدِى الۡقَوۡمَ الظّٰلِمِيۡنَ

"অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জেনে রাখবেন, তারা শুধু তাদের নফ্সের আনুগত্য করে। আল্লাহ্র দেওয়া সঠিক পথ পরিহার করে যে তার নফ্সের আনুগত্য করে, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? এ ধরণের জালেম সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ কখনো

সঠিক পথের সন্ধান দেন না।” (সূরা কাসাস, আয়াত : ৫০)
উল্লিখিত আয়াত দু’টি দ্বারা এ কথা স্পষ্ট বুঝানো হয়েছে, যে ব্যক্তি তার নফ্সের দাসত্ব করে, তার দ্বারা আল্লাহ্র দাসত্ব করা কিছুতেই সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি নফ্সের খাহেশাতকে অস্বীকার করতে পারবে না, তার দ্বারা কালিমায়ে তায়্যিবার দাবি পূরণ সম্ভব নয়। তাই নফ্সের সাথে সার্বক্ষণিক জিহাদে লিপ্ত না থাকলে আল্লাহ্র নির্দেশের পরিবর্তে প্রবৃত্তির নির্দেশিত পথে সে নিজেকে পরিচালনা করবে।
নিজের প্রবৃত্তি যেখানে তৃপ্তি অনুভব করে, সে সেদিকেই ধাবিত হবে। ত্যাগের চেয়ে ভোগেই সে আকৃষ্ট হবে বেশি। আখেরাতের কল্যাণ চিন্তার চেয়ে জাগতিক সুখানুভূতিতে সে ডুবে থাকবে। মহা নবীর (স.) সুন্নাতের চেয়ে দুনিয়ার চাকচিক্যেই সে মোহাবিষ্ট হবে। সঠিক দ্বীনের পথ অনুসন্ধান না করে- যে পথে অর্থ-বিত্ত, মানসম্মান ও ভোগের সুযোগ রয়েছে, সে পথেই সে অগ্রসর হবে। ফলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী ও শয়তানের ভালোলাগাই হবে তার ভালোবাসা। তাই এই নফ্সই হল মানুষের প্রধান শত্রু। এই নফ্সের দাসত্ব যে করবে, সে কোনদিন পাপ কাজ পরিহার করতে পারবে না। এ জন্যই কুরআনে নফ্সের দাসত্বকারীকে পশুর চেয়েও অধম ও নিকৃষ্ট বলা হয়েছে।
আর নফ্সের সাথে জিহাদে যে উত্তীর্ণ হবে, তার বিজয়নিশান ফুটে উঠবে তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। বিজয়ের জ্যোতি প্রকাশিত হবে তার আচরণে, মেজাজে, কথাবার্তায়, কর্মকান্ডে ও আখলাকে। এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদে পর্যন্ত আত্মিক পরিশুদ্ধির প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠবে।
নফ্সের সাথে এই সার্বক্ষণিক জিহাদের সাথে সাথে তাগুতের সাথে জিহাদের সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিতে হবে। আর আল্লাহ্র আনুগত্যের পথে

অন্তরায় সৃষ্টিকারী যত শক্তি আছে, সবই তাগুতী শক্তি। সমগ্র তাগুতী শক্তির নিয়ন্ত্রক হল অভিশপ্ত শয়তান। মানবমন্ডলীকে এই তাগুতের অশুভ খপ্পর থেকে রক্ষা করার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কুরআনে পাকের ঘোষণা হল-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

“আমি প্রত্যেক উম্মতের মাঝেই রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র দাসত্ব কর এবং তাগুতকে পরিহার কর”। (সূরা নাহ্‌ল, আয়াত : ৩৬)

আল্লাহ্‌র অধিকার, আল্লাহ্‌র ক্ষমতা এবং আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব নিয়ে যারা কাড়াকাড়ি করে, তারাই তাগুত। আল্লাহ্‌র নিরঙ্কুশ আনুগত্যের পথে যেসব মানুষ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তারাই মানুষরূপী তাগুত। আর কালিমায়ে তায়্যিবা বলছে তাগুতকে অস্বীকার করে, তাগুতের আনুগত্য ছিন্ন করে এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব করতে।

ইবাদত করা হবে আল্লাহ্‌র আর আনুগত্য করা হবে অন্যজনের, তা কিছুতেই গ্রহণীয় হবে না। তেমনি আল্লাহ্‌র ইবাদত করে অন্য কারো নিরঙ্কুশ ক্ষমতাকেও বরদাশত করা যাবে না। আল্লাহ্‌কে ‘ইলাহ্’রূপে স্বীকার করে অন্যকোন জীবনবিধান মানা যাবে না। এককথায়, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত জীবনব্যবস্থা ছাড়া অন্য কিছুই বরদাশত করা যাবে না।

আর যারা কালিমায়ে তায়্যিবা পাঠ করেও আল্লাহ্‌র আনুগত্য ছেড়ে মানুষের আনুগত্য করবে, মানুষের আইনকে মেনে নিবে, জনগণকে সকল ক্ষমতার অধিকারী মনে করবে এবং মানবরচিত সংবিধানকে জীবনবিধান হিসেবে মেনে নিবে, তারা নিঃসন্দেহে কাফের, ফাসেক, মোনাফেক ও জালেমের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই কালিমায় বিশ্বাসী হয়ে

প্রকৃত মুসলমান হতে হবে। এসব তাগুতী মত ও পথ অস্বীকার করে একমাত্র আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও দাসত্ব করতে হবে। আল্লাহ্‌র দেওয়া জীবনবিধানকে সংবিধান ও শাসনতন্ত্র হিসেবে মেনে নিতে হবে এবং তা প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক জিহাদে অংশগ্রহণ করতে হবে। জীবনের একটি মুহূর্তেও আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করা যাবে না, কাউকে আইনদাতা ও শান্তিদাতা স্বীকার করা যাবে না।

এ কথা পরিস্কারভাবে বুঝতে হবে- নফ্‌সের বিরুদ্ধে সার্বক্ষণিক জিহাদ ছাড়া যেমন নফসের দাসত্বমুক্ত হওয়া যাবে না, তেমনই তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদ ছাড়াও তাগুতের দাসত্বমুক্ত হওয়া যাবে না। আর নফ্‌স ও তাগুতের দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা না করে কিছুতেই আল্লাহ্‌র নিরঙ্কুশ দাসত্ব করা সম্ভব নয়। তাই কালিমায় বিশ্বাসী প্রতিটি মুসলমানকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পাশাপাশি এই দুই শক্তির বিরুদ্ধে সমন্বিত জিহাদে অবতীর্ণ হতে হবে।

আল্লাহ্‌র দাসত্বের পাশাপাশি নফ্‌সের সাথে জিহাদে বিজয়ী হলে যেমন ব্যক্তিজীবন পরিশুদ্ধ হবে, সুন্নতের বিজয়নিশান ফুটে উঠবে দেহে ও আখলাকে, তেমনি তাগুতের সাথে ও খোদাদ্রোহী শক্তির সাথে জিহাদে বিজয়ী হলে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হবে সমাজ, রাষ্ট্র ও আল্লাহ্‌র জমীনে।

দ্বিতীয় অংশের ব্যাখ্যা

কালিমায়ে তায়্যিবার দ্বিতীয় অংশটি হল-

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থাৎ, মুহাম্মদ (স.) আল্লাহ্‌র রাসূল।

কালিমায়ে তায়্যিবার প্রথম অংশের দাবি হল, মা'বুদ হিসেবে একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে একমাত্র তাঁরই দাসত্ব, প্রভুত্ব ও আনুগত্যের শপথ নিতে হবে। কিন্তু মানুষ কিভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও আনুগত্য করবে, সেজন্যে পথপ্রদর্শক ও নেতা হিসেবে মুহাম্মদ (স.) কে রাসূল করে প্রেরণ করেছেন।

মুহাম্মদ (স.) হলেন বিশ্ব মানবতার পথপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্‌র প্রেরিত প্রতিনিধি। তাই মুহাম্মদ (স.) কে শুধু আল্লাহ্‌র রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করলেই হবে না, বরং মানবতার পথপ্রদর্শক ও আল্লাহ্‌র মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর শর্তহীন আনুগত্য করতে হবে। রাসূলের আনুগত্য ছাড়া আল্লাহ্‌র দাসত্ব করা যাবে না, এ কথার ওপরও বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

আল্লাহ্ হলেন সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও প্রভু। আর হযরত মুহাম্মদ (স.) হলেন নেতা। অতএব মুহাম্মদ (স.)-এর শর্তহীন নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তাঁর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করে আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও আনুগত্য করতে হবে। মুহাম্মদ (স.) কে নেতা মেনে আল্লাহ্ তা'আলার নীতি বাস্তবায়নের

সার্বক্ষণিক প্রয়াসই হল কালিমায় বিশ্বাসী একজন মুসলমানের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এবং তাঁর নেতৃত্বের অনুরূপ নেতৃত্ব ছাড়া অন্যকোন নেতৃত্বের আনুগত্য করলে কালিমায়ে তায়্যিবার ওপর যথার্থ বিশ্বাস স্থাপন করা হবে না এবং আল্লাহ্র আনুগত্যও হবে না। এ প্রসঙ্গে কুরআনের ঘোষণা হল-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

"হে ঈমানদারগণ আনুগত্য কর আল্লাহ্র, আনুগত্য কর আল্লাহ্র রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল তাদের।" (সূরা নিসা, আয়াত : ৫৯)

হযরত মুহাম্মদ (স.) হলেন আল্লাহ্র আনুগত্য এবং দাসত্বের একমাত্র অনুসরণযোগ্য মডেল। আল্লাহ্র দাসত্ব এবং আনুগত্য কিভাবে করতে হবে, আল্লাহ্র নির্দেশ কিভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে, আল্লাহ্বিরোধী শক্তির সাথে কিভাবে মোকাবেলা করতে হবে, তা তিনি তাঁর বাস্তব জীবনে গোটা উম্মতের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

তিনি ছিলেন এমন এক আদর্শিক ও বিপ্লবী নেতা, যিনি তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে যা নির্দেশ করেছেন, তা নিজে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন, যা নিষেধ করেছেন, তা নিজে বর্জন করে দেখিয়েছেন। কথা, কাজ ও বাস্তব জীবনে বিন্দুমাত্র যার অমিল ও অসঙ্গতি ছিল না। মহান রাব্বুল আলামীন তাই তাঁর আনুগত্য করতে এই মহামানবের আনুগত্যের শর্ত লাগিয়েছেন।

কিন্তু মহানবীর (স.) ইন্তেকালের পর সরাসরি ও প্রত্যক্ষভাবে রাসূলের আনুগত্য করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলের (স.) অবর্তমানে রাসূলের (স.) মডেলে গড়ে ওঠা নেতার আনুগত্য

প্রদর্শনের জন্যে। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (স.) ইরশাদ করেছেন-

مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَا اللّٰهَ وَمَنْ يُّطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ عَصَى الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

"যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল। আর যে আমার নাফরমানী করল, সে আল্লাহ্‌রই নাফরমানী করল। যারা আমীরের আনুগত্য করল, তারা আমারই আনুগত্য করল আর যারা আমীরের নাফরমানী করল, তারা প্রকৃতপক্ষে আমারই নাফরমানী করল।" (বুখারী, মুসলিম)

কুরআন ও হাদীসের দ্বারা একথাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, রাসূলের (স.) আনুগত্য ছাড়া আল্লাহ্ ও রাসূল কারো আনুগত্যই সম্ভব নয়।

এই মৌলিক কথাটির দ্বারা আরও যে কথাটি স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, তা হল- শুধু কিতাবুল্লাহ ও হাদীসে রাসূলকে সামনে রেখেই কেউ দ্বীনের সঠিক পথে সহজে চলতে পারবে না, বরং দ্বীনের সঠিক পথের অনুসন্ধান পেতে হলে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্ভেজাল আনুগত্য করতে হলে, 'রিজালুলাহ' তথা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য, কাম্যমানের নেতার নেতৃত্ব অনুসরণ করতে হবে।

আর রাসূলের (স.) অবর্তমানে প্রথম সারির অনুসরণযোগ্য নেতৃবৃন্দ হলেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.)। সাহাবায়ে কেরামই হলেন রাসূলের (স.) মডেলে গড়ে ওঠা নির্ভেজাল নেতৃত্ব। তাই আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতে হলে যেমন রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর আনুগত্য করতে হবে, তেমনি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নির্ভেজাল আনুগত্য করতে হলেও সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ করতে হবে। সাহাবায়ে কেরামের যাবতীয়

কর্মকান্ড ও আমল আখলাকের অনুসরণ করা ছাড়া যারা সরাসরি রাসূলুল্লাহর আনুগত্যের কথা বলে, তারা নিঃসন্দেহে চরম বিভ্রান্তির মাঝে লিপ্ত রয়েছে।

কারণ রাসূলুল্লাহ্‌র (স.) আনুগত্য কিভাবে করতে হবে, সাহাবায়ে কেরাম জীবন দিয়ে হলেও তা দেখিয়ে গেছেন। সাহাবাগণই রাসূলুল্লাহ্‌র (স.) আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। তাই এই প্রথম সারির মডেলকে অস্বীকার করে কেউ আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূলের নিরঙ্কুশ আনুগত্যের আশা করতে পারে না।

সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী যুগেও রাসূলুল্লাহর (স.) মডেলে এবং সাহাবায়ে কেরামের নমুনায় ও অনুসৃত পথে যে নেতৃত্ব গড়ে উঠবে, সেসব নেতৃত্বেরও আনুগত্য করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে শর্তহীন আনুগত্য নয়, বরং নেতা যতক্ষণ দ্বীনের সঠিক পথে চলবে এবং অনুসারীদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে, ততক্ষণ তার আনুগত্য করা যাবে, অন্যথায় আনুগত্য ত্যাগ করে বিদ্রোহ করতে হবে।

এ কথা আমাদেরকে আরো স্পষ্ট করে বুঝে নিতে হবে- কালিমায়ে তায়্যিবার বিশ্বাসী হতে হলে রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) কে একমাত্র আদর্শিক নেতা হিসেবে মেনে নিতে হবে এবং রাসূলুল্লাহ্‌র (স.) মডেলে ও সাহাবায়ে কেরামের নমুনায় গড়ে ওঠা সমকালীন নেতার আনুগত্য করতে হবে। শুধু এতটুকু করেই ক্ষ্যান্ত হলে চলবে না, বরং রাসূলুল্লাহর নেতৃত্বের সাথে সামঞ্জস্যহীন নেতৃত্বের প্রতি বিদ্রোহ করতে হবে।

এককথায় আল্লাহ্‌র দেওয়া নীতির সাথে অন্যকোন নীতি যেমন বরদাশ্‌ত করা যাবে না, তেমনি আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য নেতৃত্ব ছাড়া কোন নেতার নেতৃত্ব মেনে নেওয়া যাবে না।

বর্তমান প্রেক্ষাপট ও কালিমায়ে তায়্যিবার দাবি

পূর্বের আলোচনায় আমরা কালিমায়ে তায়্যিবার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ এর মর্মার্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। এই কালিমায়ে তায়্যিবার বিশ্বাস স্থাপন না করলে কেউ যে মুসলমান হতে পারে না, এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। আর কালিমায়ে তায়্যিবায় কে কতটুকু বিশ্বাস করল, শুধু মুখে দাবি করলেই তা বুঝা যায় না। বরং কালিমায়ে তায়্যিবার দাবি বাস্তবায়নে যে যতটুকু আগ্রহী, যে যতটুকু সক্রিয় এবং যে যতটুকু আমলে পরিণত করে, বুঝতে হবে তার অন্তরে কালিমায়ে তায়্যিবার ততটুকু বিশ্বাস রয়েছে।

তাই আমাদের আক্বীদা-বিশ্বাস, কর্মকান্ড, আমল-আখলাক ও জীবন পরিচালনার প্রণালী সম্পর্কে গভীরভাবে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে- আমরা আমাদের পবিত্র কালিমায়ে তায়্যিবার দাবি বাস্তবায়নে কোন পর্যায়ে রয়েছি। আমরা কি প্রকৃত মুসলমান হতে পেরেছি, নাকি বাপ-দাদার ঐতিহ্য রক্ষার জন্যে মুখে মুখেই শুধু মুসলমান দাবি করছি?

আমরা পূর্বেই একথা আলোচনা করেছি, কালিমায়ে তায়্যিবার মূল

দাবি হল আল্লাহ্ তা'আলাকে একমাত্র মা'বুদ হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে। শুধু বিশ্বাস করলেই চলবে না, মা'বুদের চাহিদা অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে। আর মা'বুদ অর্থ হল- যার গোলামী করা হয়, একচ্ছত্র মনিব। আমরা একমাত্র আল্লাহ্র অনুগত গোলাম, তাই গোলামী একমাত্র তাঁরই করতে হবে, অন্য কারো করা যাবে না। একমাত্র তাঁরই নির্দেশ মানতে হবে, অন্য কারো নির্দেশ মানা যাবে না। মানুষকে শুধু তাঁরই গোলামী করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, অন্য কারো গোলামী করার জন্য নয়। এ প্রসঙ্গে কুরআনের ঘোষণা হল-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ

"আমি জ্বীন এবং মানবজাতিকে একমাত্র আমার গোলামী করার জন্য সৃষ্টি করেছি।" (সূরা যারিয়াত, আয়াত : ৫৬)

তাই মানুষ মূর্তিপূঁজা করতে পারবে না, চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্র পূঁজা করতে পারবে না, অগ্নিপূঁজা করতে পারবে না, গাছপালা-তরুলতার পূঁজা করতে পারবে না, কবরপূঁজা করতে পারবে না, পীরপূঁজা করতে পারবে না, আল্লাহ্র গোলামীর সাথে কোন শরীক করতে পারবে না, অন্যকোন শক্তিকে আল্লাহ্র সমকক্ষ মনে করতে পারবে না।

তেমনি আল্লাহ্র ক্ষমতা ও অধিকারের সাথে কোন অংশীদার মানতে পারবে না। জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ড আল্লাহ্র নির্দেশিত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে। আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য নিয়ম-নীতি ছাড়া অন্যসব নিয়ম-নীতি ও আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সাথে সাথে যেকোন দিক দিয়ে আল্লাহ্র সমকক্ষ দাবিদার যেকোন শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

জীবনের সকল পর্যায়ে খোদাদ্রোহী অনাদর্শের পতন ঘটিয়ে আল্লাহ্র দেওয়া জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে জীবনের বিনিময়ে হলেও সর্বাত্মক বিপ্লব করতে হবে। জীবনের সকল পর্যায়ে আল্লাহ্র যাবতীয় নির্দেশ পালন এবং নিষেধাজ্ঞা বর্জনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

যে ব্যক্তি কালিমায়ে তায়্যিবায় বিশ্বাস করে নিজের জীবন এভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করবে, বুঝতে হবে সে-ই কালিমায়ে তায়্যিবার দাবি আদায়ে সচেষ্ট। বুঝতে হবে সেই ব্যক্তিই পরিপূর্ণ মুসলমানিত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত। কিন্তু আজ আমাদের মুসলিম সমাজ, তাদের চিন্তা-চেতনা ও আক্বীদা-বিশ্বাস এবং কর্মকান্ডের দিকে তাকালে ভিন্নরকম চিত্র ফুটে ওঠে। আজ আমাদের অধিকাংশের মাঝে এ ধারণাই ব্যাপকভাবে বদ্ধমূল হয়েছে যে, শুধু কালিমায়ে তায়্যিবা উচ্চারণ করতে জানলেই মুসলমান হওয়া যাবে।

আর কালিমায়ে তায়্যিবায় বিশ্বাস করার অর্থ হল শুধু দেব-দেবীর পূঁজা, চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্র, অগ্নিপূঁজাসহ আরো কিছু পূঁজা-অর্চনা থেকে বিরত থাকা এবং ত্রি-তত্ত্ববাদ থেকে পরহেজ থাকা। ব্যস্, এতটুকু হলেই একজন পাক্কা মুসলমান হওয়া যাবে। এখন যে যত নামাজ-রোজা করতে পারে, যে যত বেশি বার হজ্ব করতে পারবে, যে যত বড় গরু কুরবানী দিতে পারবে, যে যত বেশি ইমাম সাহেব, মৌলভী সাহেব ও পীর সাহেবকে নজরানা দিতে পারবে, সেই তত বড় বেহেশতের মালিক হতে পারবে।

এই ভুল ধারণা এবং ভুল ব্যাখ্যার কারণে আজ ইসলাম ও মুসলমানদের অবস্থা সর্বত্র চরম নাজুক অবস্থায় পৌঁছে গেছে। বিশ্বের কোথাও ইসলাম ও মুসলমান মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছে না। সমাজ ও

রাষ্ট্রের সর্বত্র দ্বীন ও ইসলাম চরমভাবে অবহেলিত ও পরাজিত।
মানুষের গোলামী করে মানবতা চরমভাবে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত। কালিমায়ে তায়্যিবার সঠিক ও বিপ্লবী দাবি বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত না হওয়াতে আজ সমাজ ও রাষ্ট্রের কায়েমী স্বার্থবাদী ও সুবিধাবাদী মহল এ কথা বলার স্পর্ধা দেখাচ্ছে যে, ধর্ম-কর্ম আখেরাতের জন্য, রাষ্ট্র-সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মের চর্চা প্রয়োগ করা যাবে না। বরং এসব চলবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র অথবা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। আর আমরা নিজেদের কালিমায়ে তায়্যিবায় বিশ্বাসী দাবি করে নির্বোধের মত এসব মানুষের গড়া খোদাদ্রোহী মতবাদ মেনে নিচ্ছি। অনেকে আবার এসব মতবাদ প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষার জন্যে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করছি।
মূলত যারা এসব মানবরচিত মতাদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্র, সমাজ ও মানুষকে পরিচালনা করছে এবং করতে চাচ্ছে, তারা এ পৃথিবী থেকে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা, প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব উৎখাত করে মানুষের ক্ষমতা, প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যেসব নির্বোধ মুসলমান মানুষের আইন ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্যে সহযোগিতা করে, সমর্থন দেয়, তারাও আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধেই তৎপরতা চালাচ্ছে।
শুধু তাই নয়, যারা এসব মেনে নিয়ে চুপ করে বসে থাকে, এসব অনাদর্শ, দুর্নীতি ও খোদাদ্রোহী তৎপরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় না, সাধ্য থাকা সত্ত্বেও পরিবর্তনের জন্যে আন্দোলন করে না, বিপ্লবের প্রস্তুতি নেয় না, বুঝতে হবে-তারাও আল্লাহ্‌র জমীনে মানুষের গোলামী, মানুষের প্রভুত্ব ও মানুষের সার্বভৌম ক্ষমতাকে মেনে নিয়ে আল্লাহ্‌র নিরঙ্কুশ গোলামীকে বর্জন করছে।

কবর, হাশর, আখেরাত, জান্নাত ও জাহান্নামের ক্ষেত্রে ‘ইলাহ্’ মানা হবে একজনকে, আর দুনিয়ার কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে ‘ইলাহ্’ মানা হবে অন্যকে, তা কিছুতেই হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হল-

وَهُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ اِلٰهٌ وَّفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ

“সেই মহান আল্লাহ্ নভোমন্ডলেও একমাত্র ইলাহ্ এবং ভূমন্ডলেও তিনিই একমাত্র ইলাহ্। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।”

(সূরা যুখরুফ, আয়াত : ৮৪)

আল্লাহ্র উলূহিয়াত, প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব আকাশ, জমীন ও গোটা বিশ্বের সর্বত্র। তাই শুধু কিছু নির্ধারিত ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্কে ইলাহ্ মেনে বাকী জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র দেওয়া নিয়ম-নীতিকে ত্যাগ করে, আল্লাহ্র দেওয়া শাসনতন্ত্রকে বর্জন করে, মানুষের গড়া নীতি-আদর্শ গ্রহণ করে, মানবরচিত সংবিধানকে জীবনবিধান হিসেবে মেনে নিয়ে, মানুষকে মুক্তিদাতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে, খোদাদ্রোহী তাগুতী শক্তির আনুগত্য করে কিছুতেই মুক্তি পাওয়া যাবে না।

কালিমায়ে তায়্যিবার দাবি হল, মানুষ আল্লাহ্র গোলামী করবে জীবনের সকল স্তরে এবং সকল পর্যায়ে। কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র ও প্রচলিত গণতন্ত্র পৃথিবীতে মানুষকে মানুষের গোলামে পরিণত করতে চায়। এসব মানবরচিত মতাদর্শ পৃথিবীতে আল্লাহ্র নীতি, প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে মানুষকে গোলামে পরিণত করে শোষণ ও নির্যাতন করে।

এসব মতাদর্শের ধারক-বাহকেরা নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থের জন্যে

ধর্ম ও রাজনীতিকে নিষ্ঠুরভাবে বিভক্ত করে রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যকে এবং আল্লাহ্‌র দেওয়া শাসনতন্ত্রকে দূরে সরিয়ে রেখে নিজেদের মনগড়া শাসনতন্ত্র অনুযায়ী মানুষকে পরিচালনা করে। তারা রাসূলুল্লাহকে (স.) নেতা হিসেবে না মেনে, রাসূলের (স.) আদর্শকে গ্রহণ না করে, গ্রহণ করে নেয় রাসূলুল্লাহ্‌র (স.) নেতৃত্বের সাথে সামঞ্জস্যহীন নেতার নেতৃত্ব এবং রাসূলুল্লাহ্‌র আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক আদর্শ গ্রহণ করে নিয়ে রাষ্ট্র, সমাজ ও মানুষকে শোষণ করে।

তাই যারা কালিমায়ে তায়্যিবায় বিশ্বাসী, তারা এসব নেতা-নেত্রীদেরকে মানতে পারে না। তাদের আদর্শকে গ্রহণ করতে পারে না। এমনকি আল্লাহ্‌র দেওয়া জীবনবিধান ছাড়া অন্যকোন বিধানের আনুগত্যও করতে পারে না। মহান রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন-

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ

"মানুষ কি আল্লাহ্‌র দেওয়া জীবনবিধান ছাড়া অন্যকোন জীবনবিধান গ্রহণ করতে চায়? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিস ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক তাঁরই আনুগত্য করছে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।" (সূরা আল ইমরান, আয়াত : ৮৩)

অন্যত্র আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন-

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ

"যে আল্লাহ্‌র দেওয়া ইসলামী জীবনাদর্শ ছাড়া অন্যকোন জীবনাদর্শ গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তার সেই দ্বীনকে কিছুতেই কবুল করবেন না।" (সূরা আল ইমরান, আয়াত : ৮৫)

তাই পরিপূর্ণভাবে কালিমায়ে তায়্যিবার দাবি যারা পূরণ করতে চায়, তারা এই জাহিলি সমাজব্যবস্থা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। এই মানবরচিত সংবিধান কিছুতেই বরদাশত করতে পারে না। একমাত্র ইসলামী জীবনবিধান ও ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাড়া মানুষের গড়া কোন মতাদর্শকে জীবনবিধান হিসেবে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারে না। এমনকি যারা মানুষকে মানুষের গোলামে পরিণত করতে চায়, মানুষের গড়া আইন অনুযায়ী দেশ ও সমাজ চালাতে চায়, তাদেরকে কোনরকম সহযোগিতাও করতে পারে না।

বরং কালিমায়ে তায়্যিবা ও তাওহীদের দাবি হল, এসব অনাদর্শের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। মানুষের আনুগত্য ও গোলামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ গড়ে তুলতে হবে। মানবরচিত কুফরী সংবিধানে প্রচন্ড আঘাত হেনে একে চিরতরে বিতাড়িত করতে হবে মানবতার নাগাল থেকে। রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বত্র খোদাদ্রোহী শাসক ও শোষকের বিরুদ্ধ বিপ্লবের দাবানল জ্বালিয়ে দিতে হবে। সমাজ, রাষ্ট্র ও নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে হবে আল্লাহ্‌র নিরঙ্কুশ আনুগত্য আর রাসূলে খোদার (স.) নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব।

কিন্তু এ সকল কাজ এককভাবে বাস্তবায়ন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। সেজন্যে প্রয়োজন কালিমায় বিশ্বাসী এবং কালিমায়ে তায়্যিবার যথার্থ তাওহীদী চেতনায় উজ্জীবিত একটি আপসহীন বিপ্লবী বাহিনীর। এ কথা মনে রাখতে হবে, ব্যক্তিজীবনের সংকীর্ণ পরিসরে কালিমার দাবি পূর্ণভাবে কিছুতেই বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আবার ব্যক্তিজীবনকে পরিশুদ্ধ না করেও কালিমার দাবি পূরণ সম্ভব নয়।

তাই কালিমাকে বিজয়ী করতে হলে প্রথমে কালিমার যথার্থতা উপলব্ধিকারী একটি সংঘবদ্ধ বাহিনী গড়ে তুলতে হবে, যারা ঐক্যবদ্ধভাবে আঘাত হানবে খোদাদ্রোহী তাগুতী শক্তির লৌহ প্রাচীরে; গড়ে তুলবে কালিমায়ে তায়্যিবার অনুকূলে একটি সমাজ, একটি রাষ্ট্র, একটি পরিশুদ্ধ জাতি। এ কাজ কালিমায়ে তায়্যিবায় বিশ্বাসী প্রত্যেকটি মুমিন-মুসলমানের। তাই প্রকৃত শান্তি ও মুক্তি পেতে হলে প্রত্যেককেই জীবনের সকল ক্ষেত্রে কালিমায়ে তায়্যিবার দাবি বাস্তবায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

সমাপ্ত

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে জানতে হলে পড়ুন

পরিচিতি
কর্মকৌশল
নীতিমালা
এসো মুক্তির রাজপথে
কালিমায়ে তায়্যিবার দাবি
নীতির পরিবর্তন চাই
আল্লাহর পথে সংগ্রাম
পাঁচদফা কর্মসূচীর যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ
আমাদের লক্ষ্য ও পথ চলার নীতি

প্রকাশনায়

আই.এস.সি.এ পাবলিকেশন্স
৫৫/বি, পুরানা পল্টন (৩য় তলা)
ঢাকা-১০০০
ফোন: ৯৫৬৭১৩০

www.iscabd.org